উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ- ১৫ ❖ সংখ্যা- ৬৯ ❖ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮

THE HUNGER PROJECT

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

উপ-সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি
আহসানুল কবির

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ

প্রকাশকাল
১৫ মে ২০১৮

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.thpbd.org
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে আন্তঃসম্প্রদায় সম্প্রীতি উৎসব-২০১৮

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে শান্তির সুবাতাস এবং সম্প্রীতির পুনর্যাত্রা

ইসলাম ধর্মকে কটাক্ষ করে ফেসবুকে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক যুবকের মিথ্যা পোস্টকে কেন্দ্র করে ২৯ অক্টোবর ২০১৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় এক সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এর সূত্র ধরে পরবর্তীতে সেখানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। পরপর বেশ কয়েকটি সংঘর্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৫টি মন্দির ও ৩০০টি বাড়িঘরে হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। এমনকি তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র তছনছ ও ছিনতাই করা হয় এবং মাছ ধরার জাল – যা তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন – পুড়িয়ে দেয়া হয়।

এই ঘটনায় পুরো দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এর পরদিন (৩০ অক্টোবর ২০১৭) দেশের অন্যতম প্রধান জাতীয় দৈনিক *প্রথম আলো*'র প্রতিবেদন ছিল: 'নাসিরনগরে হিন্দু বাড়িঘরে ভাঙচুর-লুটপাট'।

চিত্র: আন্তঃসম্প্রদায় সম্প্রীতি উৎসবে হিন্দু পুরোহিত সবুজ চক্রবর্তীর হাতে 'শ্রীগীতা' তুলে দিচ্ছেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম সোহরাব হোসেন

নির্যাতনের শিকার হওয়ার ফলে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে গভীর বেদনা এবং নিরাপত্তাহীনতা ও অসহায়ত্বের মনোভাব তৈরি হয়, যাদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল জেলে সম্প্রদায়ের লোক।

এই অবস্থায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বেদনা দূর করা এবং হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস পুনঃস্থাপন, বিশেষ করে বহুত্ববাদী মূল্যবোধ, সহনশীলতা, অন্তর্ভুক্তির মনোভাব ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রসারের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ছিল।

বহুত্ববাদী, সহনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তির মূল্যবোধকে সামনে রেখে বাংলাদেশের বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' পরিচয়ভিত্তিক কুসংস্কারকে নিরুৎসাহিত করে এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রচারের জন্য নাসিরনগরের কমিউনিটির মানুষকে ক্ষমতায়িত করার একটি উদ্যোগ নেয়। ছয় মাসের ঐ উদ্যোগটি শুরু হয় ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এর উদ্দেশ্য ছিল নাসিরনগরের জনগণের মধ্যে কমিউনিটি আস্থা পুনরুদ্ধার এবং সামাজিক সম্প্রীতির প্রসার ঘটানো। এ লক্ষ্যে কমিউনিটির জনগণকে সম্পৃক্ত করে সহিংসতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। কার্যক্রমের শুরুতে ছিল স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা। স্থানীয় রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে তিনদিনের ব্রেইভ (Building Resilience Against Violent Extremism) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, যা ছিল বহুত্ববাদী, সহনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপনের প্রাথমিক ধাপ। সচেতন এবং দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরির লক্ষ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৯০ জন অংশগ্রহণকারী-সহ স্থানীয় উল্লেখযোগ্য নারী-পুরুষকে নিয়ে তিনদিনের উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অসহিষ্ণুতা রোধ এবং পরিচয়ভিত্তিক বিদ্বেষ রোধ করে একটি সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ধর্মীয়

নেতারা প্রতিমাসে একবার বৈঠকে বসেন। সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক কর্মশালা এবং উঠান বৈঠক আয়োজনের জন্য কমিউনিটি থেকে একদল অগ্রবর্তী স্বেচ্ছাব্রতীকে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। এই স্বেচ্ছাব্রতীরা নাসিরনগরের বিভিন্ন গ্রামে ও কমিউনিটিতে প্রায় ৩০টি কর্মশালার আয়োজন করে, যার ফলে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের কাছে 'শান্তি প্রতিষ্ঠার বার্তা' পৌঁছে যায়।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু উদ্যোগের প্রাথমিক ফলাফল ছিল আশাবাদী।

চিত্রঃ অতিথিরা ছাড়াও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন নাসিরনগরের সর্বস্তরের নারী-পুরুষ

এরপর গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহায়তায় কমিউনিটির জনগণ নাসিরনগর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নে একটি আন্তঃসম্প্রদায় সম্প্রীতি উৎসবের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্থানীয় মন্দিরের পুরোহিত সবুজ চক্রবর্তীর হাতে কোরআন শরিফ তুলে দেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম সোহরাব হোসেন। আবার ইমামের হাতে গীতা তুলে দেন হিন্দু পুরোহিত। পরস্পরের ধর্মগ্রন্থ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, কোনো ধর্মগ্রন্থই ঘৃণার সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না। সব ধর্মই অন্য ধর্মের মানুষকে আঘাত ও নির্যাতন করতে নিষেধ করে।

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নাসিরনগরের মানুষ উক্ত আন্তঃধর্মীয় উৎসবে যোগ দেয়। তারা এই উৎসবকে সম্প্রীতির নবযাত্রা হিসেবে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, এই সেই নাসিরনগর, যেখানে ২০১৬ সালের অক্টোবরে সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে গিয়েছিল হিন্দুদের ঘরবাড়ি ও মন্দির।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি স্থানীয় হরিপুর বাজার প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি থেকে স্লোগান দেয়া হয়, 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই, সুখে-শান্তিতে একসাথে বাস করতে চাই'। র‍্যালিটি স্থানীয় জনগণের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

র‍্যালির পর স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অনুকূল দাসের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দীন ইসলাম। এরপর সম্প্রীতি উৎসব আয়োজনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক সৈকত শুভ্র আইচ মনন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তাসলিমা সুলতানা খানম নিশাত, নাসিরনগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) উম্মে সালমা, হরিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ফারুক মিয়া এবং ইউনিয়ন বিএনপির উপদেষ্টা জামাল মিয়া প্রমুখ। উৎসবে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ হাইকমিশনের গভর্ন্যান্স টিম লিডার অ্যাসলিন বেকার এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস)-এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এলিস্টেয়ার লেগ পিএসএম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'নাসিরনগরের হিন্দুপল্লীতে যে হামলা হয়েছে, তাতে সোনার বাংলার – যে বাংলা আমাদের মায়ের মতো – বদন মলিন হয়েছে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য শুধু মুসলমান নয়, সব ধর্মের বাঙালি রক্ত দিয়েছে, সবাই মিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা দেশ গড়তে চেয়েছি আমরা। আশা করি, নাসিরনগরের মতো কলঙ্কজনক ঘটনা বাংলাদেশে আর ঘটবে না।' কোনো ধর্মই দ্বন্দ্ব-সংঘাত-হানাহানির কথা বলে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

আলোচনা শেষে কাওয়ালি ও কীর্তন দিয়ে সাজানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও সম্প্রীতির বাণী ধ্বনিত হয়।

এরপর ০৫ মার্চ ২০১৮, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে একটি আচরণবিধিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হরিপুর ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু বিজয় দাস এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি হরিপুর ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাজী টিটান আলী ফকির। আচরণবিধিতে সম্মান, নিরাপত্তা ও বৈচিত্র্যের মূল্যবোধ ধারণ করা হয়, যেগুলো একটি বহুত্ববাদী, সহনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বির্নিমাণের পূর্বশর্ত।

আচরণবিধিতে নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

- সহিংসতা এড়িয়ে চলা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং নাগরিক অধিকার বজায় রাখা;
- প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা এবং স্বীয় মত প্রকাশের অধিকারকে সম্মান জানানো;
- বৈচিত্র্য এবং বহুত্ববাদকে স্বীকৃতি দেয়া;
- জাতিগত বা ধর্মীয় চরমপন্থা এবং অসহিষ্ণুতা প্রতিরোধ করা; এবং
- শান্তিপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে সংঘাত নিরসন করা।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বিশ্বাস করে, শান্তি ও সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নাসিরনগরের এই উদাহরণ সারাদেশে সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আমাদের মত আরও অনেককে উৎসাহ যোগাবে।

‘অ্যাকটিভ সিটিজেন্‌স রিজিওনাল অ্যাচিভারস সামিট’
‘লাখো কর্মঠ তরুণই বাংলাদেশের চালিকাশক্তি’

‘সময় এখন তরুণদের’– এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ১০ মার্চ ২০১৮ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ‘অ্যাকটিভ সিটিজেন্‌স রিজিওনাল অ্যাচিভারস সামিট-২০১৮’। সামিট উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার কানবার হুসেন বোর। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর বারবারা উইকহেম এবং ডা. হালিদা হানম আক্তার। সভাপতিত্ব করেন ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সামিটে ৬৫০ জনের বেশি ইয়ুথ লিডার উপস্থিত ছিলেন। সামিটে ইয়ুথ লিডাররা স্টলের মাধ্যমে তাদের গৃহীত সামাজিক উদ্যোগগুলো প্রদর্শন করেন। এছাড়া সামিটে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে ‘এসডিজি ও তারুণ্য’ শীর্ষক প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার কানবার হুসেন বোর বলেন, ‘বাংলাদেশের লাখো কর্মঠ তরুণই এদেশের চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের দিনবদলের ক্ষেত্রে এই তরুণরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে এবং তাদের হাত ধরেই বাংলাদেশ একটি সফলতম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে।’ তিনি বলেন, ‘ব্রিটিশ কাউন্সিল বিশ্বের যতগুলো দেশে ‘অ্যাকটিভ সিটিজেন্‌স’ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। যুক্তরাজ্য সরকার এই কর্মসূচির সাথে থাকতে পেরে গর্ববোধ করছে।’

ব্রিটিশ কাউন্সিলের কান্ট্রি ডিরেক্টর বারবারা উইকহেম বলেন, ‘তরুণরা হলো পরবর্তী প্রজন্মের নেতা। তারা যত বেশি দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র আকারে ততই এগিয়ে যাবে।’ তিনি বলেন, ‘নিজেদেরকে বিকশিত করে তোলার পাশাপাশি সামাজিক নানা অসঙ্গতি রোধে কাজ করে চলেছে বাংলাদেশের অ্যাকটিভ সিটিজেনস্‌রা। আমি তাদের সামাজিক উদ্যোগগুলো দেখে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি।’

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশের একটি জন্য একটি ব্রিলিয়ান্ট (উজ্জ্বল) ভবিষ্যৎ দেখতে চাই। এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে তরুণদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য তরুণদের দক্ষ ও সক্রিয় থাকতে হবে।’ তরুণদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘তোমরা তোমাদের কাজের মাধ্যমে বিশ্বনেতা হয়ে উঠবে–এমনটাই আমরা প্রত্যাশা করি। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও ব্রিটিশ কাউন্সিল সহায়তা নিয়ে তোমাদের পাশেই থাকবে।’

এছাড়া ২৮ মার্চ, ২০১৮, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় ‘অ্যাকটিভ সিটিজেন্‌স রিজিওনাল অ্যাচিভারস সামিট-২০১৮’। চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত উক্ত সামিটে পাঁচ শতাধিক স্বেচ্ছাব্রতী তরুণ-তরুণী অংশ নেন। সামিটে ১৫টি সামাজিক উদ্যোগ প্রদর্শন করা হয়। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নজরুল ইসলাম চৌধুরী এমপি, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল চট্টগ্রাম সেন্টারের প্রধান এম. জহির উদ্দিন প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যৌথ অংশীদারিত্বে ২০০৯ সাল থেকে সারাদেশে অ্যাকটিভ সিটিজেন্‌স কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’–এর অনুপ্রেরণায়
শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টায় পিস অ্যাম্বাসেডর ও পিপিজির সদস্যদের অনন্য উদ্যোগ

পিস প্রেসার গ্রুপ (পিপিজি) ‘নির্বাচনে সহিংসতার বিরুদ্ধে জনগণ’ (পেইভ) শীর্ষক প্রকল্প থেকে উৎসারিত, যে উদ্যোগটি ২০১৫ সাল থেকে ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট’ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। বর্তমানে ৫৮টি উপজেলায় ৫৮টি পিপিজি কমিটির মাধ্যমে পিপিজির ১ হাজার ২২১ জন সদস্য সক্রিয় রয়েছেন। উল্লেখ্য, ‘পিপিজি কর্মসূচি’টি ‘ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল’-এর ‘স্ট্রেনদেনিং পলিটিকাল ল্যান্ডস্ক্যাপ’ প্রকল্প ও ‘ইউএসএআইডি’-এর সহায়তায় এবং ‘স্পেড-২’ প্রকল্পটি ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেম (আইএফইএস) এবং ‘ডিএফআইডি’-এর সহায়তায় পরিচালিত।

পিস অ্যাম্বাসেডর ও পিপিজি’র সদস্যরা বর্তমানে দ্বন্দ্ব নিরসন, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে একমঞ্চে আনয়ন, সামাজিক সংহতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটির জনগণকে সাথে নিয়ে জনসম্মুখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করছেন, যা বহুত্ববাদী, সহনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করছে।

নিম্নে দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে পিস অ্যাম্বাসেডর ও পিপিজির সদস্যদের কিছু উদ্যোগ তুলে ধরা হলো:

১. পিপিজির সদস্যদের উদ্যোগে চিরিরবন্দরে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বহাল: ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রায়কে ঘিরে

দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। বিএনপির নেতাকর্মীরা আদালতের রায়ে খালেদার দণ্ড দেয়া হলে কঠোর আন্দোলনের হুমকি দেয়। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির আন্দোলন প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। এমতাবস্থায় এলাকায় যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে সেজন্য পিপিজি'র সদস্য মোরশেদুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম এবং মুমিনুল ইসলাম দফায় দফায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। এ প্রসঙ্গে মোরশেদুল ইসলাম বলেন, 'আমরা বিএনপির কার্যালয়ে এবং নেতৃবৃন্দের বাড়িতে গিয়ে সহিংস আন্দোলন থেকে মুক্ত থাকার জন্য অনুরোধ করি। তারা আমাদের বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে বিএনপি যদি কোনো কর্মসূচি ঘোষণা না করে তাহলে আমরা স্থানীয়ভাবে আন্দোলনে যাবো না। একইভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকেও আমরা শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখার অনুরোধ করি। আমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তারা আমাদের আশ্বস্ত করেন যে, তারা কোনো ধরনের উত্তেজনাকর কর্মসূচি ও স্লোগান দেবেন না। আমরা থানায় গিয়ে পুলিশের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করি, যাতে অহেতুক ধর-পাকড় না করা হয় এবং এলাকায় যাতে স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় থাকে সেজন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এভাবে আমাদের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বেগম খালেদা জিয়ার রায়কে ঘিরে চিরিরবন্দরে কোনো ধরনের সহিংসতা হয়নি এবং এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় ছিল।'

২. দুই গ্রামের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করলেন পিস অ্যাম্বাসেডর হাবিবুর রহমান

বিবাদমান দুটি গ্রামের লোকজনের মধ্যকার বিবাদ মিটিয়ে এলাকায় শান্তি স্থাপনে অনবদ্য ভূমিকা রাখলেন পিস অ্যাম্বাসেডর অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান ফকির। উল্লেখ্য, তিনি ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার বাসিন্দা। হাবিবুর রহমান ফকির জানান, সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দেয় তার নিজ গ্রাম আমোদাবাদ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজনের সাথে। দু পক্ষই মারমুখী অবস্থান নেয়। আমোদাবাদ গ্রামের লোকজনকে নান্দাইল বাজারে যেতে বাধা দেয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন। এরফলে আমোদাবাদ গ্রামের লোকজন প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ২০১৭ সালের প্রথমদিকে পিস অ্যাম্বাসেডর অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান ফকির উভয় গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোকজনের সাথে দেখা করেন। পরবর্তীতে তিনি উভয় পক্ষের লোকজনকে সাথে নিয়ে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটি বৈঠক আয়োজন করেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে বিরোধের অবসান ঘটে।

৩. এলাকায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পিস অ্যাম্বাসেডর নূর শরীফ উদ্দিন জুয়েল-এর ভূমিকা

রাউতি কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার একটি ইউনিয়ন। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই ইউনিয়নের দুই গ্রাম ভাওয়াল ও কৌলীর যুবকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরবর্তীতে এই সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে দুই গ্রামে। আহত হয় ১২-১৫ জন। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। এই সংঘর্ষ নিবারণে এগিয়ে আসেন রাউতি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও পিস অ্যাম্বাসেডর নূর শরীফ উদ্দিন জুয়েল। তিনি দুই গ্রামবাসীর লোকজন ছাড়াও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সাবেক পাঁচজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করেন। সভায় প্রাথমিক আলাপের পর সমস্যার সমাধানকল্পে সকলের সম্মতিতে নয় সদস্যের জুরি বোর্ড গঠন করা হয়। সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার পর জুরি বোর্ড তাদের সিদ্ধান্ত সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। বিবাদমান উভয় পক্ষই সে সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং তারা একটি সামাজিক আচরণবিধিতে স্বাক্ষর করে। এভাবে পিস অ্যাম্বাসেডর নূর শরীফ উদ্দিন জুয়েল-এর প্রচেষ্টায় এলাকায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ উদ্‌যাপন

এসডিজি অর্জনের জন্য শহুরের পাশাপাশি গ্রামীণ নারীদের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান

'বদলে দেবার সময় এখন, গ্রাম-শহরের নারীর জীবন'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর উদ্যোগে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-সহ ৩৬টি সংগঠন থেকে আগত প্রায় এক হাজার নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় উদ্‌যাপিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ০৯ মার্চ, ২০১৮ সকাল ৮.৩০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকা থেকে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী পর্যন্ত এক র‍্যালি এবং র‍্যালি শেষে সকাল ১০:০০টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী-এর অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা, সম্মাননা প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

র‍্যালির উদ্বোধন ঘোষণা করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কাজী রোজী এমপি। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি। সভাপতিত্ব করেন নারীমৈত্রীর নির্বাহী পরিচালক ও জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম-এর সহ-সভাপতি শাহীন আক্তার ডলি।

আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব মেহের আফরোজ চুমকি এমপি বলেন, 'বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের স্রোতধারায়। নারীরাও এই উন্নয়নের অংশীদার।' তিনি বলেন, 'দেশে অর্ধেক জনগোষ্ঠী হলো নারী। আবার নারীদের মধ্যে অর্ধেক কন্যাশিশু। তাই কন্যাশিশুরা আমাদের সম্পদ। এই কন্যাশিশুরা অল্পবয়সে বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে আরেকজন শিশু কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে–আমরা এমন দৃশ্য দেখতে চাই না।' অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা কন্যাশিশুদের নিয়ে স্বপ্ন দেখুন। তারা অবশ্যই আপনাদের সেই স্বপ্ন পূরণ করবে।' বর্তমান সরকার নারী ও কন্যাশিশুদের কল্যাণে যেসব পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে তিনি তার একটি বিবরণ তুলে ধরেন।

কাজী রোজী এমপি বলেন, 'আমাদের শিশুরাই আগামী দিনের নাগরিক, আমাদের কন্যাশিশুরাই আগামী দিনের নারী কিংবা মা। তাই শিশুরাই দেশের সম্পদ ও ভবিষ্যৎ।' তিনি বলেন, 'আমাদের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করছে। কিন্তু নারীদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। এজন্য নিজেদেরকে যোগ্য ও দক্ষ করে তুলতে হবে।'

নাছিমা আক্তার জলি বলেন, 'আমরা যদি নারীর জীবন বদলে দিতে চাই, তাহলে কন্যাশিশুদের জীবন বদলে দিতে হবে। কারণ কন্যাশিশুর মধ্য দিয়েই একজন নারীর জীবনের যাত্রা শুরু হয়। তাই কন্যাশিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটাতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করলেও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের অবস্থা ও অবস্থান আজও অনেকটা নাজুক; নারী-পুরুষের বৈষম্য আজও অনেক ব্যাপক। আমরা মনে করি, প্রত্যেক নারীর অধিকার আছে নিরাপদে ও মর্যাদার সাথে বসবাস করার।'

শাহীন আক্তার ডলি বলেন, 'আমাদের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করলেও তারা এখনো বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার। নারীদের প্রতি এই নির্যাতন আমরা মেনে নিতে পারি না।' নারী-পুরুষ সমান্তরালে এগুলেই সমাজ ও রাষ্ট্র এগিয়ে যায় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য অনুষ্ঠানে ড. মেহতাব খানম ও নাজমা আক্তার-কে সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ পর্যায়ে 'নারীর কথা-১৩' নামক একটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষভাগে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন ও সফলতার গল্প

কুমিল্লা অঞ্চল

সফলতার গল্প

উজ্জীবক আব্দুল কাদেরের বদলে যাওয়া

এইচএসসি পাশের পর আর্থিক দুরবস্থার কারণে আর লেখাপড়া করা হয়নি আব্দুল কাদেরের। এরপর গ্রামের বখাটে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়েই তার সময় কাটতো। একসময় জীবনে নেমে আসে হতাশা। কিন্তু 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ আব্দুল কাদেরকে বদলে দেয়।

কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম চরবাড়িয়া। এ গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম আব্দুল কাদেরের। তিনি 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর পরিচালনায় চার দিনব্যাপী উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। আব্দুল কাদের-এর নিজের ভাষায়– 'এ উজ্জীবক প্রশিক্ষণ আমাকে অর্ধমৃত অবস্থা থেকে পুনরায় জীবিত করে তোলে এবং আমার মধ্যে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাগিদ তৈরি করে।'

প্রশিক্ষণের পর আব্দুল কাদের নিজের সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। তিনি আরএমপি-এর (রুরাল মেডিসিন প্র্যাকটিশনার) উপর কুমিল্লা শহরে ছয়মাস মেয়াদি একটি প্রশিক্ষণে অংশ নেন এবং খুবই মনোযোগের সাথে তা সম্পন্ন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন এবং এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে নিজ গ্রামেই 'মা ফার্মেসি' নামে একটি একটি ওষুধের দোকান দেন। ওষুধ বিক্রয়ের পাশাপাশি আব্দুল কাদের প্রাথমিক চিকিৎসা, গর্ভবতী নারীদের এবং গ্রামের অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের অল্প খরচে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে তার পরিবারে ফিরে আসে আর্থিক সচ্ছলতা। হতাশা কাটিয়ে আব্দুল কাদের এখন স্বাবলম্বী।

সফলতার গল্প

তৃণমূলের নারীদের সচেতন করে তুলছেন নারীনেত্রী রাশেদা আক্তার

বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতার মতো সামাজিক ব্যাধি প্রতিরোধে কাজ করছেন নারীনেত্রী রাশেদা আক্তার। রাশেদা কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ঝলম উত্তর ইউনিয়নের লালচাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা।

তিনি ২০১৫ সালে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এরপর থেকেই তিনি স্থানীয় নারীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে লালচাঁদপুর, নোয়াগাঁও এবং দৈয়ারা প্রভৃতি গ্রামে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভা পরিচালনা করে আসছেন। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৮ মার্চ ২০১৮, লালচাঁদপুর গ্রামের আয়েশা বেগম-এর বাড়িতে বাল্যবিবাহের ওপর একটি উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন। গ্রামের ২৫ জন নারী-পুরুষ এ উঠান বৈঠকে অংশ নেন। উঠান বৈঠকে বাল্যবিবাহ কী? এর সামগ্রিক কুফলগুলো কী কী? বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে বাল্যবিবাহের কী কী শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন। এছাড়া বাল্যবিবাহের কুফলের কয়েকটি বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন রাশেদা আক্তার। বৈঠক শেষে উপস্থিত সকলে বাল্যবিবাহ ও যৌতুক-সহ নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন।

খুলনা অঞ্চল

বেতাগা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
মেয়েদের স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত বিদ্যালয়

স্কুল ড্রেস পড়ে রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে সাইকেল চালিয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে মেয়েরা– কয়েক বছর আগ পর্যন্ত এই দৃশ্য ছিলো খুবই বিরল। স্কুলে ঢুকেই দেখা গেল বিদ্যালয়ের একদল ছাত্রী জার্সি পরে বল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। দৃশ্যগুলো ভালো লাগার অনুভূতি তৈরি করার পাশাপাশি জানার আগ্রহও তৈরি করে। প্রথমে কথা হয় বেতাগা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিখিল চন্দ্র দাস-এর সাথে। তিনি জানান, বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ১২ জন এবং ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ছাত্রীর সংখ্যা ২৯৭ জন।

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' ২০১৬ সাল থেকে এই বিদ্যালয়ে 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে উঠেছে একটি ইয়ুথ ইউনিট। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ-সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা এবং বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক ও ইয়ুথ সদস্যদের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি হয়ে উঠছে মেয়েদের জন্য স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত বিদ্যালয়।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রচারণা

ইউনিট গঠনের পর প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে ইয়ুথ টিমের সদস্যরা ১৮ জন অভিভাবকদের কাছে যায়। তারা অভিভাবকদেরকে বাল্যবিবাহের কুফল বোঝানোর চেষ্টা করে। তাদের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে ১৮ জন অভিভাবক তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তারা ১৮ বছরের আগে তাদের কন্যাসন্তানদের বিয়ে দিবেন না। এই ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক সাড়া তৈরি করে।

অন্তরাদের ফুটবল টিম

অন্তরা দাস বিদ্যালয়ের ফুটবল টিমের একজন সদস্য। সে মনে করে, খেলাধুলা শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য নয়, মেয়েদেরও খেলাধুলা করার অধিকার রয়েছে। অন্তরা জানায়, তাদের বিদ্যালয়ের ফুটবল টিম বাগেরহাট জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। অন্তরা আরও জানায়, ছাত্রীরা ফুটবলের পাশাপাশি রাগবি খেলায়ও সমানভাবে পারদর্শী।

'শুধু লেখাপড়া নয়, আমরা বিজ্ঞানও বুঝি'

চিত্র: বিজ্ঞান ভবনে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা সবজি কাটার যন্ত্র ও খামার বাড়ি প্রকল্প

বেতাগা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চা করতেও ভালবাসে। বিদ্যালয়ে একটি বিজ্ঞান ক্লাব রয়েছে। কথা হয় নবম শ্রেণির ছাত্রী ও বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য সিমন্তী মালাকার-এর সাথে। সে জানায়, ক্লাবে বিজ্ঞানবিষয়ক নানা চিন্তা-ভাবনা করে ছাত্রীরা এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার চেষ্টা করা হয়। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী মনিষা জানায়, তারা খেলতে খেলতে আবিষ্কার করে। ইতিমধ্যে তারা খামারবাড়ি প্রজেক্ট, রোবট ও সবজি কাটার যন্ত্র ইত্যাদি তৈরি করেছে, যা অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বয়ঃসন্ধিকাল এখন লজ্জার নয়, বরং সচেতন থাকার বিষয়

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা পিয়াসী। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এরপর থেকে তিনি তার বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাথে এই বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে ছাত্রীদের সচেতন করে তুলছেন। ছাত্রীরা এখন এই বিষয়ে কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করে না, বরং তারা এই বিষয়ে এখন অনেক সচেতন।

প্রতিবেদক: কাজী ফাতেমা বর্নালী, প্রোগ্রাম অফিসার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

রাজশাহী অঞ্চল

নওগাঁয় বাল্যবিবাহ নিরোধে

সেরা উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বীকৃতি অর্জন

নওগাঁ জেলায় বাল্যবিবাহ নিরোধে সেরা উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন

করেছে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের আয়োজনে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ কার্যক্রমে তৃণমূল পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালায়' এ স্বীকৃতি দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবু ইউসুফ মো. গোলাম কিবরিয়া। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ শহীদুজ্জামান সরকার এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে ডা. এনামুর রহমান এমপি, ড. হাবীবে মিল্লাত মুন্না এমপি, অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি, আব্দুল মালেক এমপি, ছলিম উদ্দিন তরফদার এমপি, জেলা প্রশাসক ড. আমিনুর রহমান এবং পুলিশ সুপার মো. ইকবাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

হুইপ শহীদুজ্জামান সরকার এমপি এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি আ ফ ম গোলাম কিবরিয়া বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসনের সাথে কাজ করায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সম্মিলিতভাবে নওগাঁ জেলাকে বাল্যবিবাহমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণার দাবি জানান। কর্মশালায় তিন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেয়া হয়। ব্যক্তি হিসেবে ২২টি বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে ভূমিকা রাখায় পত্নীতলা সদর ইউনিটের ইয়ুথ লিডার মাহমুদুন্নবী এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' এর পত্নীতলা উপজেলা ইউনিটকে স্বীকৃতিস্বরূপ ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ দেয়া হয়।

পিপিজির সদস্যদের প্রচেষ্টায় অবসান হলো দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার দুটি প্রভাবশালী পরিবারের – মণ্ডল ও খলিফা – মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব ও তিক্ত সম্পর্ক বিরাজ করছিল। সামান্য বিষয় নিয়ে উভয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রায়শই বিবাদ লেগে থাকতো। হামলা, পাল্টা হামলার ঘটনাও ঘটে বেশ কয়েকবার।

রাজশাহীর চারঘাটের পিস অ্যাম্বাসেডর মো. সাইফুল ইসলাম বাদশা। তিনি ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে খলিফা পরিবারের সদস্য আবুল বাশার খলিফা এবং মণ্ডল পরিবারের সদস্য মাসুদ রানা মণ্ডল এবং রিপন রাজা মণ্ডলকে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর একটি প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার আমন্ত্রণ জানান। বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণটি ছিল তিনদিনের 'পেভ বেসিক' প্রশিক্ষণ। সাইফুল ইসলাম বাদশার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উপরোক্ত তিনজন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণকালীন তারা একসাথে অবস্থান করেন এবং একই টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া করেন। এছাড়া প্রশিক্ষকদের আলোচনা দুই পরিবারের সদস্যদের মনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। প্রশিক্ষণের শেষভাগে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর উপস্থিতিতে তাঁরা অতীতের সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত ভুলে ভবিষ্যতে সম্প্রীতির সাথে একসাথে বসবাস করার অঙ্গীকার করেন।

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উদ্যোগে

পত্নীতলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সাইকেল র‍্যালি

'আমি বাল্যবিবাহের শিকার হতে চাই না, আমি লেখাপড়া করে পরিবার ও দেশের সম্পদ হতে চাই'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নওগাঁর পত্নীতলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এক বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ মার্চ ২০১৮, 'দি হাঙ্গার

প্রজেক্ট'-এর উদ্যোগে র‍্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়। দিবর ইউনিয়নের বাঁকরইল দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বের হওয়া র‍্যালিটি এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উত্তরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে উত্তরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য দেন দিবর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হামিদ সরকার, উত্তরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজাবুল হক, বাঁকরইল দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু বাসেদ আলী, উপজেলা গণগবেষণা ফোরাম-এর সভাপতি শাহিনুর রহমান এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এলাকা সমন্বয়কারী আসির উদ্দীন প্রমুখ। সাইকেল র‍্যালিটি এলাকায় ব্যাপক সাড়া তৈরি করে এবং এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরি করে।

রংপুর অঞ্চল

আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে

সমিতি পরিচালনা করছেন উজ্জীবক বিকাশ রায়

চন্দ্র শেখর রায় ❑ 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না'– উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে পাওয়া এই একটি মাত্র কথাই যার মানসিকতাকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করেছে তিনি হলেন রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার নোহালী ইউনিয়নের উজ্জীবক বিকাশ চন্দ্র রায়। তিনি তার নিজ উদ্যোগে ৩০ জুলাই ২০১৭, নিজ গ্রাম পূর্ব কচুয়া গ্রামের কাচারী পাড়ায় ৩০ জন নারী সদস্যকে সংগঠিত করে একটি সঞ্চয়ী সমিতি গঠন করেন। প্রত্যেক সদস্য সপ্তাহে ২০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। বর্তমানে সমিতির মোট সঞ্চয় প্রায় ৮ হাজার টাকা। ইতিমধ্যে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে সহজ শর্তে সমিতির সদস্যদের মাঝে ৭ হাজার টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সংগঠনের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সংগঠনের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. এনামুল হক গত বছরের (২০১৭) সেপ্টেম্বর মাসে সমিতির মাসিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সঠিকভাবে সমিতিটি পরিচালনার জন্য উজ্জীবক বিকাশ চন্দ্র রায় এবং সমিতির সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, একদিন সমিতির মূলধন অনেক বড় হবে এবং এর মাধ্যমে সমিতির সকল সদস্যই উপকৃত হবেন।

বরিশাল অঞ্চল

সফলতার গল্প

একজন সুমাইয়ার স্বর্ণকিশোরী হয়ে ওঠার গল্প

তানজিলা জেরিন অমি ❑ দুরন্ত বয়স কৈশোরকাল। সেই কৈশোরের এক দুরন্ত কিশোরী সুমাইয়া। কৈশোরের দুরন্তপনায় গা না ভাসিয়ে সুমাইয়া তাঁর কর্মগুণ দিয়ে জীবনের সফলতার পথে এগিয়ে যাবার স্বপ্নে বিভোর।

সুমাইয়া বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের রাংতা গ্রামের এক নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। দরিদ্র বাবার একার আয়ে চলে সুমাইয়াদের পরিবার। দরিদ্র পরিবারে জন্ম হলেও দারিদ্র্যের কাছে হার মানে নি তার মেধা।

২০১৬ সাল থেকে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উদ্যোগে রাংতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয় 'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন' কার্যক্রম। এই কার্যক্রমে বিশেষ করে ইয়ুথ ইউনিট গঠনে সুমাইয়ার সুদক্ষ নেতৃত্ব ছিল লক্ষণীয়। ভিডিও প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও সুমাইয়া সক্রিয় সহযোগিতা করে। পাশাপাশি সুমাইয়া তাঁর বন্ধুদের নিয়ে নিরাপদ বিদ্যালয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে 'সামাজিক ম্যাপ' তৈরির কাজ করে। এছাড়াও ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যদের নিয়ে বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিভিন্ন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করে সে।

'মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় ক্যাম্পেইন'-সহ বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগে অসামান্য ভূমিকা রাখার জন্য সুমাইয়া ডিসেম্বর ২০১৭-তে উপজেলা পর্যায়ে রাজিহার ইউনিয়নের প্রথম স্বর্ণকিশোরী নির্বাচিত হয়।

ময়মনসিংহ অঞ্চল

সফলতার গল্প

নারীনেত্রী শেফালী আক্তার এখন স্বাবলম্বী

খায়রুল বাশার রাসেল ❑ কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলার সিংপুর ইউনিয়নের নারীনেত্রী শেফালী আক্তার। তিনি ২০১৪ সালে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণ থেকে তিনি নারীর বিভিন্ন অধিকার, বাল্যবিবাহের কুফল এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে সক্ষম হন। প্রশিক্ষণ শেষে নিজ বাড়িতে এসে জানতে পারেন যে, তার স্বামী তাদের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া কন্যাকে বিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। অন্যদিকে তাদের একমাত্র ছেলে সুজন এলাকার অন্য ছেলেদের সাথে বাজে আড্ডায় মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। অন্যদিকে সংসারে অভাব-অনটন। সবমিলিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন শেফালী আক্তার।

কিন্তু 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর প্রশিক্ষণ তাকে শিখিয়েছে, অল্প বয়সে বিয়ে দিলে মেয়েরা মাসসিকভাবে ভেঙে পড়ে, সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অপুষ্ট শিশুর জন্ম দেয়। ধীরে ধীরে সংসারের বোঝায় পরিণত হয় আদরের কন্যাসন্তান। শেফালী আক্তার তার প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। তিনি পাড়া-পড়শি ও এলাকার অন্যান্য উজ্জীবকের সহায়তা নিয়ে তার স্বামীকে বোঝাতে সক্ষম হন নাবালিকা কন্যার ভবিষ্যৎ ভয়াবহতার কথা। অন্যদিকে সংসারের বেহাল দশা তুলে ধরে ছেলে সুজনকে উপার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। মায়ের যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে ছেলের মনোজগতে পরিবর্তন আসে। এরপর থেকে তার ছেলে সুজন ঝালমুড়ির ব্যবসা করা শুরু করে। এ ব্যবসা করে সে প্রতিমাসে প্রায় ৪ হাজার টাকা আয় করে। অন্যদিকে শেফালী আক্তার নিজ বাড়ির পাশের জমিতে সবজি চাষ করে এবং বাড়ির আঙ্গিনায় নার্সারি করে বাড়তি উপার্জন করা শুরু করেন। এভাবে নিজ বুদ্ধিমত্তা ও পরিশ্রম দিয়ে নিজ পরিবারে স্বচ্ছলতা নিয়ে এসেছেন নারীনেত্রী শেফালী আক্তার।

ঝিনাইদহ অঞ্চল

গাংনীতে উন্নয়ন মেলায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর দ্বিতীয় স্থান অর্জন

চিত্র: সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এলাকা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন

বর্তমান সরকারের গৃহীত উন্নয়ন ও অর্জন প্রান্তিক জনগণের মাঝে তুলে ধরা ও এমডিজি অর্জনে সাফল্য ও এসডিজি অর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনী

উপজেলা সদরে তিন দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। ১৩ জানুয়ারি ২০১৮, সন্ধ্যায় আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষ্ণুপদ পাল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) কাফরুজ্জামান, রাজনীতিবিদ এমএ খালেক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলাম এবং রাজনীতিবিদ সাহিদুজ্জামান খোকন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শেষভাগে মেলায় অংশগ্রহণকারী সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরস্কৃত করা হয়। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের দিকগুলো সুন্দরভাবে প্রদর্শন করার জন্য প্রথম স্থান অধিকারী হিসেবে গাংনী উপজেলা কৃষি কার্যালয়কে পুরস্কৃত করা হয়। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী হিসেবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গাংনী কার্যালয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী হিসেবে গাংনী থানাকে পুরস্কৃত করা হয়। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এলাকা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন।

সমিতি বদলে দিচ্ছে গ্রামীণ নারীদের জীবন

সালটি ২০১২, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় তিন দিনব্যাপী 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার দূর্বাডাঙ্গা ইউনিয়নের বাসিন্দা সীমা রায় ও রাশিদা পারভীন। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তারা আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং সংগঠন গড়ে তোলার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। শুরু হয় নতুন যাত্রা। প্রশিক্ষণের পর নিজ গ্রাম শ্যামনগরে ফিরে এসে স্থানীয় হতদরিদ্র নারীদের সাথে নিয়ে 'জুঁই গণগবেষণা মহিলা সমিতি' নামে একটি সমিতি গড়ে তোলেন তারা। সমিতির ২০ জন সদস্য প্রতিমাসে ২০ টাকা করে সমিতিতে সঞ্চয় করতে থাকেন।

বর্তমানে সীমা রায় সভাপতি, সনিয়া বেগম সাধারণ সম্পাদক ও রাশিদা পারভীন সমিতির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সামাজিক বাধার কারণে সমিতির কার্যক্রম সাময়িকভাবে থমকে গেলেও ২০১৬ সালে অপরাজেয় এই নারীরা সমিতিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। সে বছর সমিতির প্রত্যেক সদস্য ২ হাজার ৯০০ টাকা করে লভ্যাংশ পান। লভ্যাংশের অর্থ দিয়ে অনেক সদস্য ক্রয় করেন সেলাই মেশিন, আবার কেউ কিনেন ছাগল।

'জুঁই গণগবেষণা মহিলা সমিতি'র এমন সফলতা দেখে এখন অনেক নারী নতুন করে যুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ জনে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিমাসে চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০ টাকা। বর্তমানে ঋণের অর্থ ছাড়াও সমিতিতে আরও ১৩ হাজার ৫২০ টাকা গচ্ছিত রয়েছে বলে জানান সমিতির কোষাধ্যক্ষ রাশিদা পারভীন। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে হুমাইরা, গীতা বারী, তাসলিমা, মাহ্‌ফুজা, রুকসানা, তাহমিনা এবং নাজমা-সহ অনেকেই বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন।

নারীনেত্রী সীমা রায় ও রাশিদা পারভীন জানান, সমিতির মাধ্যমে গ্রামের নারীরা যেমন সংগঠিত হতে পেরেছেন, তেমনি উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত হওয়ার কারণে সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা মনে করেন, এভাবে যদি প্রতিটি গ্রামে সমিতি গঠিত হয়, তাহলে নারীরা মহাজনী সুদের হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং সমিতি থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে।

সবজি চাষের মাধ্যমে পুষ্টির চাহিদা পূরণ

যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার দূর্বাডাঙ্গা ইউনিয়নের দত্তকোনা গ্রামের বাসিন্দা জি. এম. মতিউর রহমান। নন এমপিওভুক্ত একটি কলেজে চাকরি করেন তিনি। ২০১৩ সালে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর আয়োজনে দূর্বাডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত চার দিনের উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তিনি। স্বপ্নের জাল বোনা শুরু ওখান থেকেই। স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মতিউর রহমান বাড়ির পাশে থাকা এক শতক পতিত জমিতে সবজি চাষ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে তিনি জমিটিকে চাষের উপযোগী করে তোলেন। তারপর শুরু করেন লাল শাক, বেগুন, পেঁপে, কাঁচা মরিচ, বরবটি ও সিম-সহ নানা ধরনের সবজির চাষ। চাষ করা সবজি দিয়ে তিনি নিজের পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিক্রি করছেন স্থানীয় বাজারে, যারফলে তার বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। পতিত জমিতে মতিউরের সবজি চাষ দেখে এখন গ্রামের অনেকেই সবজি চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। মতিউর রহমান বলেন, 'মানুষ চাইলেই দরিদ্রতার বদ্ধঘর থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। এজন্য দরকার মানুষের ভেতরের প্রবল ইচ্ছাশক্তি তথা আত্মশক্তি।'

চট্টগ্রাম অঞ্চল

হালিমা বেগম: কোনাখালীর এক বলিষ্ঠ নারীনেত্রীর নাম

নারীনেত্রী হালিমা বেগম। কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নের বলিষ্ঠ এক নারীনেত্রী ও মানবসেবীর নাম। এসএসসি পাশের পর আর লেখাপড়া হয়নি হালিমার। তার বিয়ে হয়ে যায় একই ইউনিয়নের মোহাম্মদ সালামত উল্লাহর সাথে। সময়ের ধারাবাহিকতায় তিন পুত্র সন্তানের মা হন হালিমা। হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন তার স্বামী। এরপর সংসারে দেখা দেয় আর্থিক অনটন। দিশেহারা হয়ে পড়েন হালিমা। কোনো কূল-কিনারা পান না তিনি। তার এই দুরবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন কোনাখালী ইউনিয়নের সচিব সাইফুল ইসলাম। সাইফুল ইসলাম-এর আমন্ত্রণে হালিমা ২০১২ সালে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১১৫তম ব্যাচ) অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণ তার সুপ্ত মনকে জাগরিত করে তোলে। তিনি অনুধাবন করেন যে, পুরুষের মত নারীরাও পারে কাজ করতে, পারে পরিবারের উপার্জন বাড়াতে।

প্রশিক্ষণের পর সংসারের হাল ধরার প্রচেষ্টা চালান হালিমা। হালিমার বিচক্ষণতা দেখে ২০১৩ সালে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'সার্ভ বাংলা' হালিমাকে ব্লক সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ দেয়। পাশাপাশি হালিমা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ বাড়িতে কাপড় সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। একইসঙ্গে কৃষি জমিতে চাষাবাদ শুরু করেন তিনি। বাড়তে থাকে আয়ের পরিমাণ। বদলে যেতে শুরু করে হালিমার জীবনের গল্প।

এরপর হালিমা তার সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদেরকে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে নিবিষ্ট হন। দীর্ঘ পরিক্রমা পেরিয়ে ভাগ্য বদল হয়েছে হালিমার। এখন আর তাকে সংসার নিয়ে ভাবতে হয় না।

একজন নারীনেত্রী হিসেবে অসহায় নারীদের ভাগ্য বদলের ক্ষেত্রেও কাজ করছেন হালিমা। স্থানীয় অসহায় ও দরিদ্র নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য তিনি বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তার স্বপ্ন, নারীরা যেন পুরুষের ন্যায় সম-মর্যাদার অধিকারী হয়ে সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

বর্তমানে হালিমা গ্রাম উন্নয়ন টিমের (ভিডিটি) মাধ্যমে নিজ এলাকার বিদ্যালয়গামী শিশুদের ঝরে পড়া রোধ, যৌতুক প্রথা বন্ধ, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি সচেতনতা, গর্ভবতী নারীদের নিরাপদে প্রসব সেবা নিশ্চিত করা-সহ বিভিন্ন রকম সেবা প্রদান করে থাকেন। এক সময় স্বামীর সহযোগী হিসেবে কাজ শুরু করা হালিমা এখন কোনাখালী ইউনিয়নের একজন স্বাবলম্বী ও বলিষ্ঠ নারীনেত্রী। কোনাখালী ইউনিয়নের মৌলভীপাড়া গ্রামের অখ্যাত হালিমা বেগম এখন স্থানীয় নারীদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস।